দুই নূর ওয়ালা সাহাবী

12-June-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

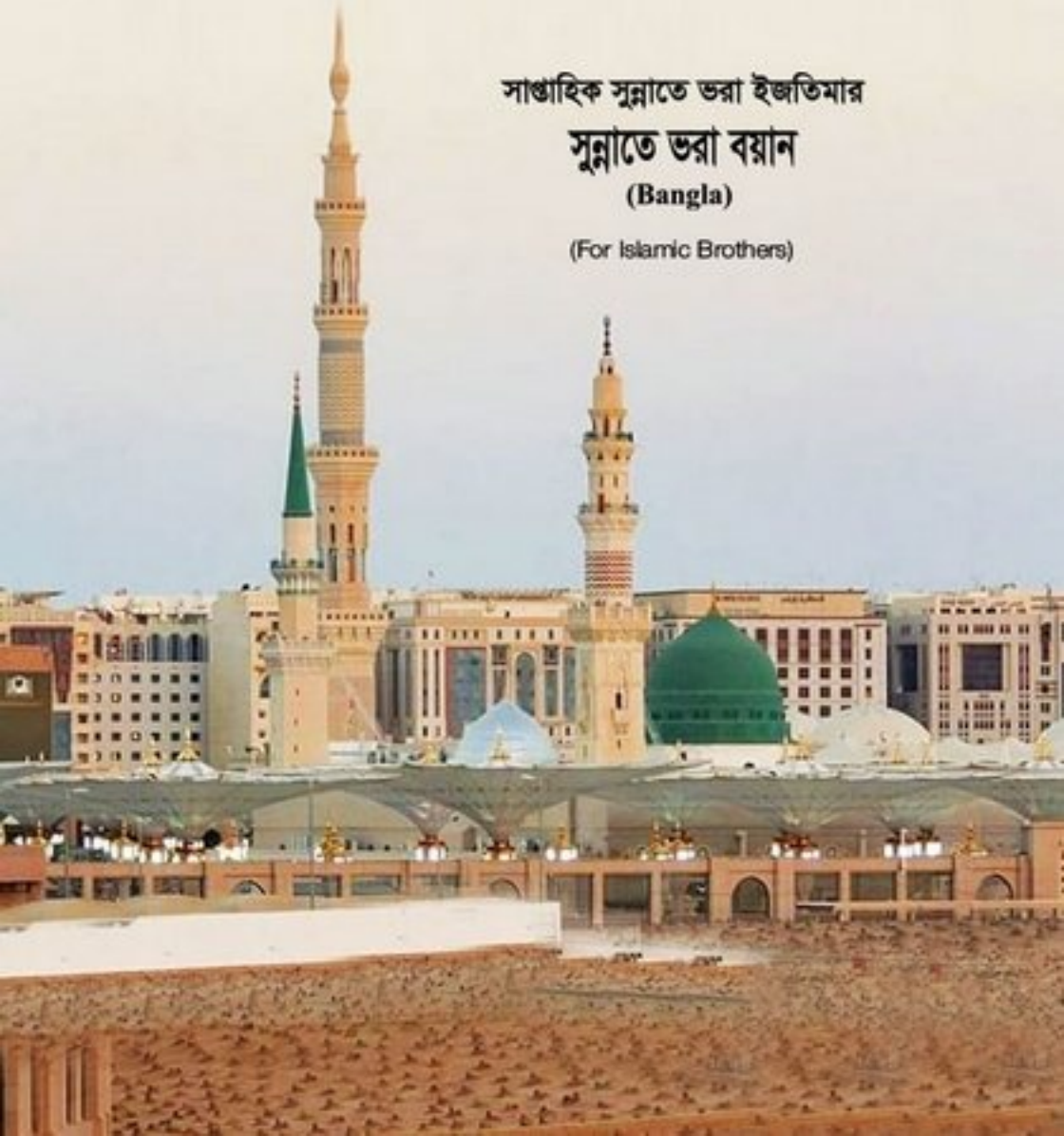

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
রহস্যময় প্রতিবন্ধী 5
হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: 6
হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র কতিপয় বৈশিষ্ট্য : 7
প্রথম বৈশিষ্ট্য: উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুন নূরাইন : 7
যুন নূরাইন উপাধির প্রথম কারণ: 8
তেরী নসলে পাক মেঁ হ্যায় বাচ্চা বাচ্চা নূর কা : 8
যুন নূরাইন উপাধির দ্বিতীয় কারণ 9
যুন নূরাইন উপাধির তৃতীয় কারণ 9
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: বিবাহে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই শাহজাদী আবদ্ধ হন 10
শাহজাদীদের বিবাহ ওহীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়: 11
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: লজ্জাশীল 11
কল্যাণ চারটি জিনিসের মধ্যে নিহিত: 12
ইসলামের স্বভাবজাত গুণ লজ্জা: 13
লজ্জার সাথে পরিবেশের সম্পর্ক: 13
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য: দোয়ায়ে মুস্তফার প্রতি আকাঙ্ক্ষী 14
কারও জন্য এমন দোয়া করতে দেখিনি: 14
মুস্তফার সন্তুষ্টি লাভ করা বিরাট ফযীলত: 16
মুস্তফার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন! 16
পঞ্চম বৈশিষ্ট্য: বাইয়াতে রিদওয়ান 17
দস্তে হাবিবে-খোদা, হাথ বনা আপ কা: 18
হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং সুন্নতে মুস্তফার প্রতি ভালবাসা! 19
আকা করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পূর্বে তাওয়াফ করেননি: 21

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে অগ্রবর্তী হওয়া নিষেধ : 21
উসমান কখনও তাওয়াফ করবেন না: 23
নেক আমল নম্বর ৫৮ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান : 24
২টি আংটি পরিধানের সুন্নত ও আদব: 25
ঘোষণা 26
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 27
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 27
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 27
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 28
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 28
(৬) দরূদে শাফায়াত: 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী 29
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 29
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১২ জুন ২০২৫ইং 30
আংটি পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নতসমূহ 30
ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের দোয়া: 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 31
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 32
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 34
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 34
মাসিক ৪টি নেক আমল 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 35

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তিরমিযী শরীফে আছে: মদীনার সরকার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)

www.dawateislami.net

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রহস্যময় প্রতিবন্ধী

হযরত আবু কিলাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি একবার শাম দেশে (সিরিয়া) ছিলাম। একদিন আমি একটি আওয়াজ শুনলাম, কেউ চিৎকার করে বলছিল: হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম, হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম। আমি বিস্মিত হলাম যে, আসলে এই ব্যক্তিটি কে? যে এত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছে যে, তার জন্য জাহান্নাম। তিনি বলেন: যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল, আমি উঠে সেদিকে গেলাম। সেখানে আমি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলাম; এক ব্যক্তি, যার উভয় হাত কাটা, উভয় পা কাটা, উভয় চোখে অন্ধ এবং সে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে বারবার এটাই বলছিল: **হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম, হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম।**

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: হে ব্যক্তি! তুমি এমন কেন এবং কী কারণে বলছ? সেই রহস্যময় ব্যক্তি বলল: হে প্রশ্নকারী! আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করো না...!! আফসোস! আমি সেই দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদ করার জন্য তাঁর মহান গৃহে প্রবেশ করেছিল। আমি যখন তলোয়ার নিয়ে হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র নিকটে পৌঁছলাম, তখন তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমাকে সজোরে ধমকাতে লাগলেন। তাঁর ধমকের আওয়াজ শুনে আমার ক্রোধ হলো, আমি ক্রোধে বিবি সাহিবাকে مَعَاذَ اللّٰہ চড় মেরে দিলাম। যখন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি আমার বিরুদ্ধে ৪টি দোয়া করলেন: (১) তিনি বললেন: আল্লাহ পাক তোমার উভয় হাত (২) উভয় পা কেটে দিন (৩) তোমাকে অন্ধ করে দিন এবং (৪) তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন।

আমীরুল মু'মিনীন এর জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে এবং তাঁর এই দোয়া শুনে আমার শরীরের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে গেল এবং আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম। আফসোস! আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র ৪টি দোয়ার মধ্যে ৩টির শিকার তো আমি হয়েছি, তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমার উভয় হাতও কাটা, আমার উভয় পাও কাটা এবং চোখের দৃষ্টিশক্তিও বিলুপ্ত হয়েছে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এখন শুধু চতুর্থ দোয়াটি বাকি আছে (অর্থাৎ আমার জাহান্নামে প্রবেশ করা বাকি রয়ে গেছে)। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ: ৩৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

হে আশিকানে রাসূল! মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ✯ তিনি আশারায়ে মুবাশশারার (অর্থাৎ সেই ১০ জন সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যাদেরকে রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পৃথিবীতেই বিশেষত জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, সেই ১০ জনের) অন্তর্ভুক্ত। ✯ তাঁর সম্মানিত নাম উসমান। ✯ উপনাম আবু আমর এবং আবু আব্দুল্লাহ। ✯ উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র একটি বিশেষ ফযীলত এই যে, তিনি প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফু হযরত উম্মে হাকীম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا'র নাতি (অর্থাৎ প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুফু হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র নানীজান)। ✯ হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ১৮ই যিলহজ্জুল হারাম ৩৫ হিজরীতে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়।

(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ: ৩৭)

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র কতিপয় বৈশিষ্ট্য :

যদিও হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, তবে আজ আমরা তাঁর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য শোনার সৌভাগ্য অর্জন করব;

প্রথম বৈশিষ্ট্য: উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যুন নূরাইন :

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র প্রথম এবং সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁকে যুন নূরাইন (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়। সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর মধ্যে শুধুমাত্র তাঁকেই যুন নূরাইন উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

মুসলমানদের চতুর্থ খলীফা হযরত আলীউল মুর্তজা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র খেদমতে কেউ আরজ করল: হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে কিছু ইরশাদ করুন? হযরত আলীউল মুর্তজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁকে ফেরেশতাদের মধ্যেও যুন নূরাইন বলে ডাকা হয়। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ: ৬)**

যুন নূরাইন উপাধির প্রথম কারণ:

হে আশিকানে রাসূল! হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে যুন নূরাইন কেন বলা হয়? এর কয়েকটি কারণ রয়েছে; (১) একটি সুপ্রসিদ্ধ কারণ হলো, প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই শাহজাদী একের পর এক হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, একারণে তাঁকে যুন নূরাইন বলা হয়। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ: ৬)**

তেরী নসলে পাক মেঁ হ্যায় বাচ্চা বাচ্চা নূর কা :

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে জানা গেল যে, প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজেও নূর এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে তাঁর পবিত্র বংশের প্রতিটি সন্তানও নূর। দেখুন! হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে যুন নূরাইন অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী বলা হয়, কারণ তাঁর সাথে সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই শাহজাদী (অর্থাৎ হযরত রুকাইয়া, হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই দুই শাহজাদী নূর এবং হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি দুই নূরের অধিকারী হলেন। জানা গেল! প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী

মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদীদের নূর মানা শুধু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আকীদাই নয়, বরং ফেরেশতারাও হযরত উসমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে যুন নূরাইনই বলেন। যেন ফেরেশতাদেরও এই আকীদা যে, সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজে তো নূরই, তাঁর সন্তানগণও নূর।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে যুন নূরাইন বলার আরও কিছু কারণ উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন:

যুন নূরাইন উপাধির দ্বিতীয় কারণ

(২) উলামায়ে কেরাম বলেন: হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র এই শান যে, রোজ কিয়ামতে যখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন তাঁর সংবর্ধনায় জান্নাতে দু'টি নূর ঝলমল করবে। একারণে তাঁকে যুন নূরাইন বলা হয়। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ: ৬)**

যুন নূরাইন উপাধির তৃতীয় কারণ

(৩) ইমাম আবু হুসাইন কাযবীনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র এই মহৎ অভ্যাস ছিল যে, তিনি বিতরের নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। যেহেতু কুরআনও নূর এবং রাতের কিয়াম (অর্থাৎ রাতে নামায পড়াও) নূর, হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই দুটি নূরকে একত্রিত করতেন, একারণে তাঁকে যুন নূরাইন বলা হয়।

(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ: ৬)

سُبْحٰنَ اللهِ! **হে আশিকানে রাসূল!** এই স্থানে আমাদের জন্যও শেখার মাদানী ফুল রয়েছে। মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রতিদিন রাতে বিতরের নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আমরা চিন্তা করি যে, ✯ আমরা কুরআন শরীফের কতটুকু তিলাওয়াত করি? ✯ আমাদের কুরআন শরীফের সাথে কতটা অনুরাগ রয়েছে? ✯ হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুখস্থ কুরআন পড়তেন, আমরা অন্তত দেখে পড়ি। ✯ হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ দাঁড়িয়ে পড়তেন, আমরা অন্তত বসে পড়ি। ✯ হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রতিদিন সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়তেন, আমরা অন্তত এক পারা পড়ি। আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, রাসূল-এ-হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: কুরআন শরীফ পাঠ করো! নিশ্চয়ই যে অন্তর কুরআন শরীফের সংরক্ষণাগার হয়, আল্লাহ পাক সেই অন্তরকে শাস্তি দেন না। **(জামে সগীর, পৃ: ৮৩, হাদীস: ১৩৪০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: বিবাহে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই শাহজাদী আবদ্ধ হন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর সাথে একের পর এক (অর্থাৎ একজন একজন করে) প্রিয় আকা মাক্কী, মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুই শাহজাদী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام থেকে শুরু করে প্রিয় আকা, মাক্কী, মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পর্যন্ত কমবেশি ১ লক্ষ ২৪ হাজার আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام আগমন করেছেন। অনেক নবীকেই আল্লাহ পাক কন্যা

সন্তান দ্বারা ধন্য করেছেন, তাঁরা তাঁদের শাহজাদীদের বিবাহও দিয়েছেন। কিন্তু হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ব্যতীত মানবজাতির ইতিহাসে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যাঁর সাথে কোনো নবীর عَلَیۡہِ السَّلَام দুই কন্যা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

শাহজাদীদের বিবাহ ওহীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

আমাদের আকা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যে, আমি যেন আমার দুই শাহজাদীর বিবাহ উসমানের সাথে দিই।

(আশ শরীয়াতুন লিল আজিরি, খণ্ড: ৪, পৃ: ১৯৩৮, হাদীস: ১৪০৬)

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেল যে, প্রিয় আকা, মদীনাওয়ালা মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদীগণ আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত মকবুল যে, তাঁদের বিবাহের সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাক নিয়েছেন। এর থেকে এটাও অনুমান করুন যে, আল্লাহ পাক তাঁর সর্বাধিক প্রিয় নবী, রাসূল-এ-হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় কন্যাদের জন্য যাঁকে নির্বাচন করেছেন, অর্থাৎ হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তিনি কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: লজ্জাশীল

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক লজ্জাশীল। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ এবং উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক

লজ্জাশীল। **(জামে সগীর, পৃ: ২৫৩, হাদীস: ৩৮৬৯)** মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি বন্ধ কামরায় গোসল করি, তখনও আল্লাহ পাকের প্রতি লজ্জার কারণে সংকুচিত হয়ে যাই। **(লজ্জাশীল যুবক, পৃ: ৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নিজেদের লজ্জার মান যাচাই করা উচিত। হাদীস শরীফে আছে: লজ্জা যত বেশি হয়, ততই উত্তম। **(মুসলিম, পৃ: ৩৯, হাদীস: ৩৭)** আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের একটি বিরাট অংশ সেখানে লজ্জা করে না যেখানে লজ্জা করা উচিত, আর সেখানে লজ্জা করে যেখানে লজ্জা করা উচিত নয়। যেখানে গুনাহ হয়, সেখানে লজ্জা করতে হয়। একইভাবে বেপর্দা ও বদনজরীর ক্ষেত্রে লজ্জা করতে হয় যে, আমার রব আমাকে দেখছেন, আমার কী হবে!! লজ্জার সর্বাধিক হক এটাই যে, আমরা যেন আল্লাহ পাকের প্রতি লজ্জা করি। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা গুনাহের কাজে লজ্জা করি না। এর বিপরীতে, অনেক সময় যেখানে নেকীর কাজ হয়, সেখানে مَعَاذَ اللّٰہ আমাদের লজ্জা আসে। দাড়ি রাখতে হলে লজ্জা আসে, পাগড়ি কেন বাঁধো না? লজ্জা লাগে। জুলফি রাখো! না, লজ্জা লাগে। নেকীর দাওয়াত দাও! না, আমার লজ্জা লাগে। অথচ লজ্জা সেখানে করা উচিত যা গুনাহের কাজ, কিন্তু আফসোস...! আমাদের সেখানে লজ্জা লাগে না।

কল্যাণ চারটি জিনিসের মধ্যে নিহিত:

মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: কল্যাণ ৪টি জিনিসের মধ্যে নিহিত: (১) নফল নামায পড়ে আল্লাহ পাকের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার মধ্যে (২) আল্লাহ পাকের বিধানসমূহ এর উপর ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে (৩) আল্লাহ পাকের তাকদীর (ভাগ্যলিপি)

এর উপর সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে (৪) এবং আল্লাহ পাক দেখছেন, একারণে তাঁর প্রতি লজ্জা করার মধ্যে। **(আল লামউ, পৃ: ২৪৭)**

ইসলামের স্বভাবজাত গুণ লজ্জা:

ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীস: নিশ্চয় প্রত্যেক দীনের একটি বিশেষ চরিত্র আছে এবং ইসলামের চরিত্র হলো লজ্জা। **(ইবনে মাজাহ, পৃ: ৬৭৯, হাদীস: ৪১৮১)** অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের কোনো না কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং ইসলামের সেই বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জা। একারণে যে, লজ্জা এমন একটি চরিত্র যা নৈতিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা, ঈমানের দৃঢ়তার কারণ এবং এর অন্যতম নিদর্শন।

লজ্জার সাথে পরিবেশের সম্পর্ক:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লজ্জার বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশ এবং প্রশিক্ষণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। লজ্জাশীল পরিবেশ পেলে লজ্জা আরও সুন্দরভাবে বিকশিত হয়, পক্ষান্তরে নির্লজ্জ লোকদের সাহচর্য অন্তর ও দৃষ্টির পবিত্রতা ছিনিয়ে নিয়ে নির্লজ্জ করে দেয় এবং বান্দা অসংখ্য অনৈতিক ও নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। একারণে যে, লজ্জাই তো ছিল যা মন্দ ও গুনাহ থেকে বাধা দিত। যখন লজ্জাই রইল না, তখন মন্দ থেকে কে বাধা দেবে? অনেক লোক এমন হয় যারা বদনামীর ভয়ে লজ্জিত হয়ে মন্দ কাজ করে না, কিন্তু যাদের সুনাম ও বদনামীর কোনো পরোয়া নেই, এমন নির্লজ্জ লোকেরা সব গুনাহ করে ফেলে, নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে অনৈতিকতার ময়দানে নেমে আসে এবং মানবতা বিবর্জিত কাজ করতেও লজ্জা অনুভব করে না।

হে আশিকানে রাসূল! লজ্জার মানসিকতা তৈরির জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাতের চমৎকার রিসালা ‘লজ্জাশীল যুবক’ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে পড়ুন! এবং অন্যদেরও পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন। اِنْ شَآءَ الله! লজ্জার জয়জয়কার হবে। আল্লাহ পাক আমল করার তৌফিক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য: দোয়ায়ে মুস্তফার প্রতি আকাঙ্ক্ষী

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ’র বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রিয় বৈশিষ্ট্য যে, প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিক পরিমাণে তাঁর জন্য দোয়া করতেন। আসুন! এই বিষয়ে কয়েকটি বর্ণনা শুনি:

কারও জন্য এমন দোয়া করতে দেখিনি:

তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা। প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর একটি দল সফরে ছিলেন। পথে এক স্থানে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী শেষ হয়ে গেল, প্রচণ্ড গরম ছিল, ক্ষুধা ও পিপাসার তীব্রতা বেড়ে গেল। এই অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ দেখা যেতে লাগল, পক্ষান্তরে মুনাফিকরা এই অবস্থা দেখে আনন্দিত হচ্ছিল।

প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই পরিস্থিতি দেখলেন, তখন গায়েবের খবর জানিয়ে বললেন: **আল্লাহর কসম! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ পাক তোমাদের কাছে রিযিক পাঠিয়ে দেবেন।**

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও সেই সেনাদলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন এই ফরমান-এ-মুস্তফা শুনলেন, তখন তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করলেন। তিনি খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ ৭টি উট ক্রয় করলেন এবং প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাজির করে দিলেন। যখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই উটগুলো দেখলেন, তখন তাঁদের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। অন্যদিকে মুনাফিকদের চেহারা বিষণ্ন হয়ে গেল। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে যখন সেই ৭টি উট পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন: এটা কী? কার পক্ষ থেকে? আরজ করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আপনার খেদমতে হাদিয়া পেশ করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথা শুনলেন তখন আমি নিজে দেখলাম, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়ার জন্য হাত তুললেন এবং এত উঁচু করলেন যে, মস্তক মোবারকের চেয়েও উপরে চলে গেল। অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র জন্য এমন দোয়া করলেন যে, তাঁকে এমন দোয়া কখনও কারও জন্য করতে দেখিনি। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ:২৫)**

এক বর্ণনায় আছে: তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। **(ফাযাইলে সাহাবা, পৃ: ৪৮৪, হাদীস: ৭৮৪)**

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি প্রিয় আকা, মদীনাওয়ালা মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি! রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারারাত হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র জন্য এই দোয়া করতে থাকলেন: **হে আল্লাহ পাক! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।** **(তারিখে দামেশক, খণ্ড: ৩৯, পৃ: ৫৪)**

মুস্তফার সন্তুষ্টি লাভ করা বিরাট ফযীলত:

হে আশিকানে রাসূল! হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র সৌভাগ্য দেখুন! ঈর্ষণীয় বিষয়, প্রিয় রাসূল, রাসূল-এ-মকবুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারারাত তাঁর জন্য দোয়া করলেন: **ইয়া আল্লাহ! আমি উসমানের প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।**

اَللهُ اَكْبَر! যাঁর প্রতি আল্লাহর প্রিয় হাবীব, উভয় জাহানের আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাঁর আর কী চাই...!!

মুস্তফার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন!

হে আশিকানে রাসূল! আমাদেরও উচিত! আমরাও যেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব, সরদারে আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। ✯ নেক কাজ করি ✯ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি ✯ দরূদ শরীফ পড়ি ✯ আল্লাহর যিকির করি ✯ কুরআন শরীফের অধিক পরিমাণে

তিলাওয়াত করি ✯ মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের দুঃখ ভাগ করে নিই ✯ আশিকানে রাসূলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি ✯ অন্যদের উপকারে আসি। এমন করলে اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। যদি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকও সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য: বাইয়াতে রিদওয়ান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় নিজের হাতকে হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র হাত বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হিজরতের ষষ্ঠ বছর, হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা। প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দূত বানিয়ে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করেন। ততক্ষণে মক্কা মুকাররমা বিজয় হয়নি, মক্কা মুকাররমা অমুসলিমদের দখলে ছিল। ফলে, মক্কাবাসীরা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আটকে দেয়। এদিকে একটি মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুসলিমরা হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদ করে দিয়েছে।

গায়েব সম্পর্কে অবগত নবী, রাসূল-এ-হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদিও জানতেন যে এই খবর মিথ্যা, তবুও তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان থেকে এই মর্মে বাইয়াত নিলেন যে, যদি সত্যিই উসমান শহীদ হয়ে থাকেন, তবে আমরা অবশ্যই তাঁর প্রতিশোধ নেব।

এই বাইয়াতের উল্লেখ কুরআন শরীফে এভাবে করা হয়েছে:

اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا یَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَیْهُ اللّٰهَ فَسَیُؤْتِیْهِ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۱۰﴾

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে তারা তো আল্লাহ এরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে। তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহ এর হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে সে নিজেরই অনিষ্টার্থে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আর যে কেউ পূরণ করেছে ঐ অঙ্গীকারকে যা সে আল্লাহ এর সাথে করেছিলো, তবে অতি সত্বর আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন।

দস্তে হাবিবে-খোদা, হাথ বনা আপ কা:

বর্ণনা অনুযায়ী, এই বাইয়াতের পদ্ধতি ছিল এমন যে, আল্লাহ পাকের নবী, রাসূল-এ-হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ডান হাত মোবারক প্রসারিত করলেন, সকল সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁর হাতের উপর নিজেদের হাত রাখলেন। অতঃপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের অন্তরের দিকের হাত (বাম হাত) সকলের উপরে রেখে বললেন: এটি উসমানের হাত। **(বুখারী, পৃ: ৯৩৭, হাদীস: ৩৬৯৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় যখন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কা মুকাররমায় গিয়েছিলেন, তখন কয়েকটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঘটেছিল। আসুন! তার মধ্যে থেকে দুটি বর্ণনা শুনি:

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং সুন্নতে মুস্তফার প্রতি ভালবাসা!

সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দূত বানিয়ে মক্কা মুকাররমায় পাঠালেন। তিনি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছলেন। তাঁর চাচাতো ভাই আবান বিন সাঈদ, যে মুসলমান ছিল না, সে মক্কা মুকাররমায়ই থাকত। হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বপ্রথম তাঁর চাচাতো ভাই আবান বিন সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি সুন্নতের অনুসরণে নিজের তহবন্দ মোবারক (লুঙ্গি) টাখনুর উপরে রেখেছিলেন। কিন্তু কাফেররা এটাকে খারাপ মনে করত। কাফেররা অহংকার ও গর্বের প্রতীক হিসেবে তহবন্দ টাখনুর নিচে রাখত। হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র চাচাতো ভাই আবান বিন সাঈদ যখন তাঁর তহবন্দ মোবারক টাখনুর উপরে দেখল, তখন ব্যঙ্গ করে বলল: কী ব্যাপার, আমি তোমাকে দুর্বল অবস্থায় দেখছি, তোমার তহবন্দ টাখনুর উপরে? এর অর্থ ছিল, হে উসমান! তুমি ধনী ব্যক্তি ছিলে, তোমার একটা নাম ছিল, এ কী অবস্থা করেছ? তুমি দূত হয়ে এসেছ, তোমার তো একটু পরিপাটি হয়ে আসা উচিত ছিল, কিন্তু তোমার অবস্থা খুব দুর্বল লাগছে, তোমার তহবন্দ টাখনুর উপরে।

এর জবাবে হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত চমৎকার উত্তর দিলেন, অন্তরের কান দিয়ে শুনুন! তিনি বললেন: আমাদের প্রিয় নবী, রাসূল-এ-হাশেমী, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তহবন্দ শরীফ এমনই (অর্থাৎ টাখনুর উপরেই) থাকে। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ:২২)**

অর্থাৎ মক্কাবাসীরা আমাকে কী বলবে, তাদের দৃষ্টিতে আমার কী প্রভাব পড়বে, আমার তাতে কোনো পরোয়া নেই। আমার আদর্শ (Ideal) আমার প্রিয়তম, আমি তাঁর প্রতিটি আচরণ অনুসরণ করাতেই গর্ববোধ করি। **(আর রিয়াদুন নাদ্বরা, পৃ:২২)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! **হে আশিকানে রাসূল!** কত সুন্দর কথা! সুন্নতে মুস্তফা আমাদের জন্য মানদণ্ড। আল্লাহ পাক বলেছেন:

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰہِ اُسۡوَۃٌ حَسَنَۃٌ

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুসরণই উত্তম।

জানা গেল; সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক জীবন আমাদের জন্য সর্বোত্তম নমুনা। ✯ আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। যুগ কেমন চলছে? পরিস্থিতি কেমন? আমাদের তা দেখার দরকার নেই। আমাদের দেখতে হবে যে, আমাদের প্রিয়তম আকা, সরদারে আম্বিয়া صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা কী? ✯ কাপড় কিনতে হলে এটা দেখবেন না যে, কোন ফ্যাশন চলছে। দেখুন! আমাদের আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পোশাক মোবারক কেমন ছিল। ✯ চুল কাটাতে হলে এটা দেখবেন না যে, আজকাল ট্রেন্ড (Trend) কী চলছে। দেখুন যে,

আমাদের আকা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মোবারক কেমন ছিল। মোটকথা, ওঠা, বসা, চলা, ঘুমানো, জাগা, আসা, যাওয়া, প্রতিটি বিষয়ে আমাদের ফ্যাশন দেখতে হবে না, যুগের পরিস্থিতি দেখতে হবে না, বরং আমাদের একটিই বিষয় দেখতে হবে, আর তা হলো, আমাদের প্রিয়তম আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আচরণ কেমন ছিল। হায়...! আমাদেরও যদি হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ'র মতো রাসূলের প্রেম নসীব হতো, আমাদেরও যদি এমন সুন্দর চিন্তা ভাবনা আসত এবং আমরাও যদি সুন্নতে মুস্তফার চলমান প্রতিচ্ছবি হয়ে যেতাম।

আকা করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে তাওয়াফ করেননি:

হে আশিকানে রাসূল! এই সময় আরও একটি বড় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটি হলো, যখন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ মক্কা মুকাররমায় ছিলেন, তখন তাঁর চাচাতো ভাই আবান বিন সাঈদ তাঁকে বলল: "يَابۡنِ عَمِّ طُفۡ!" (হে চাচাতো ভাই! তাওয়াফ করে নিন...!!)। হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বললেন: হে আবান বিন সাঈদ! আমাদের একজন রাসূল আছেন, একজন প্রিয়তম আছেন, আমরা কোনো কাজই নিজের ইচ্ছায় করি না। সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথমে করেন, আমরা যা কিছুই করি, তাঁর অনুসরণেই করি। (আর রিয়াদ্বুন নাদ্বরা, পৃ: ২২)

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে অগ্রবর্তী হওয়া নিষেধ :

سُبۡحَانَ اللّٰه! আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এমন রাসূলপ্রেম, এমন পরিপূর্ণ ভালবাসা নসীব করুন। হায়! আমরাও যদি আমাদের প্রিয়তম আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণকারী হতে পারতাম। আফসোস! আজকাল মানুষ যুক্তির ঘোড়া ছোটায়, কুরআন ও

হাদীসের শিক্ষাকে যুক্তির মানদণ্ডে মাপে, ফ্যাশনপ্রীতিতে এমনভাবে ডুবে আছে যে, সুন্নতে মুস্তফা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান ও অর্জন করে না। হায়! আমরা যদি সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকারের অনুসারী হতে পারতাম। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۱

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে বাড়বেনা এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শুনেন, জানেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত: কিছু লোক রমজান মাসের একদিন আগেই রোযা রাখা শুরু করে দিত। তাদের সম্পর্কে এই আয়াত শরীফ নাযিল হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয়: তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে আগে বাড়ো না! **(খাযিন,পারা, ২৬, আয়াত, ১, খণ্ড: ৪, পৃ: ১৭৫)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আয়াত শরীফে প্রদত্ত নির্দেশ সকলের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোনো কথায়, কোনো কাজে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে অগ্রবর্তী হওয়া নিষেধ। যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে পথে চলতে থাকেন, তবে অনুমতি ব্যতীত আগে আগে চলা নিষেধ। যদি তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন, তবে আগে শুরু করা নাজায়েয। একইভাবে নিজের বুদ্ধি এবং নিজের মতকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হারাম।

(শানে হাবীবুর রহমান, পৃ:২২৪)

www.dawateislami.net

উসমান কখনও তাওয়াফ করবেন না:

سُبْحَانَ الله! একদিকে মক্কা মুকাররমায় হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ'র সাথে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের এই কথোপকথন চলছিল, অন্যদিকে প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পরস্পর আলোচনা করছিলেন যে, আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কত ভাগ্যবান, তিনি তাওয়াফে কাবার সৌভাগ্য অর্জন করছেন।

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যখন এই কথা বললেন, তখন সরওয়ারে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: এমন নয়, উসমান যদি বছরের পর বছরও মক্কায় থাকেন, তিনি কখনও আমার আগে তাওয়াফ করবেন না। **(আর রিয়াদুন নাদরা, পৃ: ২২)**

سُبْحَانَ الله! **হে আশিকানে রাসূল!** কী অপূর্ব ভালবাসা! হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মক্কা মুকাররমায় আছেন, তাকে বলা হচ্ছে: তাওয়াফ করে নিন! তিনি বলছেন: আমার প্রিয়তম আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগে কখনও তাওয়াফ করব না।

ওদিকে আল্লাহর প্রিয় হাবীব, সরদারে আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজের প্রিয় সাহাবীর ভালবাসার প্রতি কত আস্থা...!! তিনি বলছেন: উসমান যদিও বছরের পর বছরও সেখানে থাকেন, তবুও তিনি আমাকে ছাড়া তাওয়াফ করবেন না। سُبْحَانَ الله!

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ'র উপর কোটি কোটি রহমত বর্ষণ করুন। তাঁর ওসিলায় আমাদেরকেও রাসূলপ্রেমের অফুরন্ত সম্পদ, সুন্নতের প্রতি ভালবাসা, প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের উদ্দীপনা দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৫৮ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান :

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক নামাযী হওয়ার, সুন্নতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার এবং মুস্তফার আনুগত্যের উদ্দীপনা লাভের জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনী সংগঠন দাওয়াতে-ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান! জেলি হালকার ১২টি দ্বীনী কাজেও অধীর আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করুন! اِنۡ شَآءَ اللّٰہ দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে। মনে রাখবেন! জেলি হালকার ১২টি দ্বীনী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি দ্বীনী কাজ হলো "নেক আমাল" এর রিসালা পূরণ (Fill) করা। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদত্ত "৭২ নেক আমল" নেককার হওয়ার এমন এক অসাধারণ ব্যবস্থাপত্র যে, এগুলোর উপর নিয়মিত আমলকারী ধীরে ধীরে নেক আমলকারী হয়ে ওঠে। এই "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ৫৮ হলো: "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখা বা শোনার সৌভাগ্য কি অর্জন করেছেন?"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, রাহবারে শরীয়ত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা, আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযভী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতি সপ্তাহে এশার নামাযের পর মাদানী চ্যানেলে সরাসরি (Live) মাদানী মুযাকারা পরিচালনা করেন, যেখানে সারা বিশ্ব থেকে আশিকানে রাসূল দ্বীনী ও দুনিয়াবী সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর দরবারে প্রশ্ন করেন এবং তিনি তাদের ইলম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর দেন। আপনিও প্রতি সপ্তাহে মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলুন! اِنْ شَآءَ الله নিজেই এর বরকত দেখতে পাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে যেতে সুন্নতের ফযীলত এবং জীবনের কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। **(মেশকাত, খণ্ড, ১, পৃ: ৫৫, হাদীস: ১৭৫)**

২টি আংটি পরিধানের সুন্নত ও আদব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে আংটির কয়েকটি সুন্নত ও আদব শুনি। ✯ পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরিধান করা হারাম। আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে দুনিয়ায় আগত নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। **(বুখারী, ৪/৬৭,**

হাদীস: ৫৮৬৩) ✯ (নাবালেগ) ছেলেকে সোনা-রূপার অলঙ্কার পরানো হারাম এবং যে পরাবে সে গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪২৮, দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮) ✯ লোহার আংটি জাহান্নামীদের অলঙ্কার। (তিরমিযী, ৩/৩০৫, হাদীস: ১৭৯২)

ঘোষণা

আংটি পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নত ও আদব তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১২ জুন ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

আংটি পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নতসমূহ

☆ পুরুষের জন্য সেই আংটিই জায়েয যা পুরুষদের আংটির মতো হয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি পাথরযুক্ত হয়। আর যদি তাতে একাধিক পাথর থাকে, যদিও তা রূপারই হোক না কেন, পুরুষের জন্য নাজায়েয। **(রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৭)** ☆ পাথরবিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়েয, কারণ এটি আংটি নয়, বরং ছাল্লা (শুধু রিং)। ☆ যদি কোনো ইসলামী ভাই ধাতুর কড়া বা ধাতুর ছাল্লা, নাজায়েয আংটি, বা ধাতুর চেইন (ব্রেসলেট-চেইন) পরিধান করে থাকেন, তবে এখনই তা খুলে তওবা করে নিন এবং ভবিষ্যতে না পরার অঙ্গীকার করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের দোয়া:

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতেমার সময়সূচী অনুযায়ী "**ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের দোয়া**" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم۔

অনুবাদ: আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং নেকী করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে, যিনি সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। **(মাদানী পাঞ্জ সূরা, পৃ. ২০৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net